সহায়ক শিক্ষণবার্তা

স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)

Acid Survivors Foundaton

আর্থিক সহায়তায়
ইউরোপিয়ান কমিশন

তৈরি সহায়তায়
মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রশিকা

দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারণা

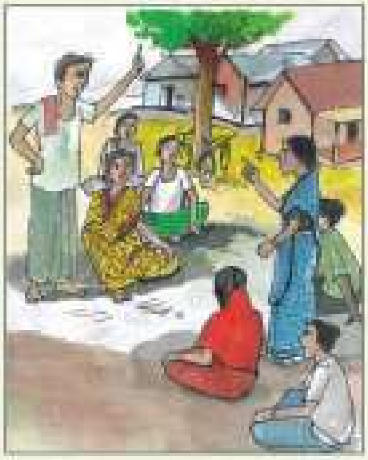

- দ্বন্দ্ব হলো একাধিক ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের, চিন্তার বা স্বার্থের ভিন্নতা। যা থেকে এক পর্যায়ে বিবাদমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- দ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। চিন্তার বা মতের ভিন্নতার জন্য দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্ন চিন্তা বা মত থাকতেই পারে।
- কিন্তু দ্বন্দ্বের কারণে যখন একজন মানুষের বা একদল মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তখন তা সমাজের জন্য মঙ্গলকর নয়। একই সঙ্গে দ্বন্দ্বের সহিংসতার রূপটিও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্বসমূহ

সমাজে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব থাকে। যেমনঃ

❑ পারিবারিক দ্বন্দ্ব;	❑ নারী-পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব;
❑ সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে দ্বন্দ্ব;	❑ জমি-জমা ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা বা ভোগ নিয়ে দ্বন্দ্ব;
❑ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব;	❑ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা মেনে চলা নিয়ে দ্বন্দ্ব;
❑ অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব;	❑ এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে দ্বন্দ্ব;

দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণ

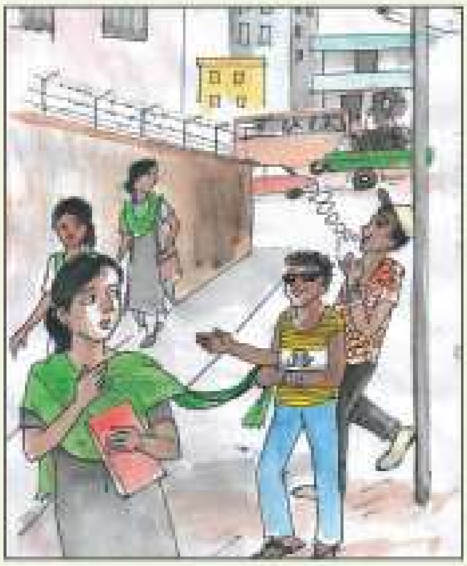

❑ পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য	❑ প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার কারণে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব
❑ পারিবারিক বিষয়ে অবিশ্বাস ও সন্দেহ	❑ মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য
❑ সমাজে ও পরিবারে সম্পদের অসম ভাগাভাগি	❑ নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া
❑ দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা	❑ দ্বন্দ্ব থেকে সংঘাত হতে পারে এমন ঘটনা কারো কাছে বলতে না পারা
❑ ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে না চলার কারণে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব	❑ ক্ষমতা লিপ্সা ও অপব্যবহার

দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রভাব - ১

দ্বন্দ্বের ফলে নারী ও শিশু বিভিন্ন প্রকারের নির্যাতনের শিকার হয়-

* শারীরিক নির্যাতন	* অপহরণ	* আত্মহত্যা করা
* মানসিক নির্যাতন	* ধর্ষণ	* এসিড সন্ত্রাসের শিকার
* সামাজিক নির্যাতন	* অঙ্গহানি	* প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়া
* বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া	* হত্যা করা	* মামলা-মোকদ্দমার হয়রানি

- দ্বন্দ্বের ফলে পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়। এতে শিশুরা মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।
- দ্বন্দ্বের ফলে উভয় পক্ষই মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের সকল নারী-পুরুষ যৌথভাবে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না। এতে সমাজের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রভাব - ২

- দ্বন্দ্বের ফলে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। এতে সমাজে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে যায়।
- জমি-জমা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে সামাজিক সম্পদ ও জনজীবনের ক্ষতি হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা এসিড বা অন্যান্য সন্ত্রাসের শিকার হয়।
- রাস্তা-ঘাটে বখাটে ছেলেরা অনেক সময় মেয়েদেরকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে। তারা মেয়েদেরকে অসামাজিক বা অশালীন কটূক্তি (ঈভটিজিং) করে। এর ফলে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অভিভাবকরা মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মেয়েরা এসিড সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়। এমনকি অনেক সময় মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল-১

* যেকোন দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু মিমাংসা হলে তা পরিবার ও সমাজের জন্য খুবই মঙ্গল বয়ে আনে।

* পরিবার ও কমিউনিটিতে দ্বন্দ্ব নিরসনে সামাজিক সালিশ বা আলাপ আলোচনা সবচেয়ে ভাল কৌশল। এতে পরিবারে ও কমিউনিটিতে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের পদক্ষেপগুলো হলো

- দ্বন্দ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা;
- দ্বন্দ্বে লিপ্ত দুই পক্ষকে আলোচনার জন্য বসানো;
- আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;

দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল-২

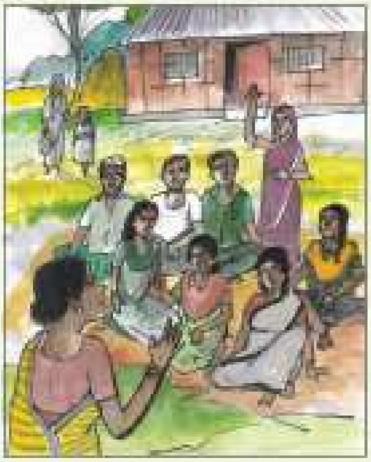

- আলোচনার সময় ব্যক্তি বা দলের চেয়ে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে স্থির থাকা;
- আলোচনা প্রক্রিয়ায় এমন মন্তব্য না করা যাতে কারো মর্যাদাহানি হয়;
- আলোচনা প্রক্রিয়ায় নারী ও শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করা;
- প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা;
- নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সালিশী কাজ পরিচালনা করা;

দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল-৩

- আলোচনার সময় আবেগপ্রবণ না হওয়া। উভয়পক্ষের কথা মনোযোগের সাথে শোনা। সেই সঙ্গে আরো কিছু জানার থাকলে তা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা;
- উভয়পক্ষের মতামত শুনে ঘটনার প্রকৃত বা মূল কারণটি ভালোভাবে নির্ণয় করা;
- দ্বন্দ্বের কারণে কোন সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে বিবাদমান পক্ষকে ধারণা দেওয়া;
- সকলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া;
- গৃহীত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তদারকি করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।
- সালিশযোগ্য নয় এমন বিষয়ে, যেমন: ধর্ষণ, হত্যা, এসিড সন্ত্রাস, নারী-শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়ে সালিশ না করা।

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা-১

- সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সমাজে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেন।
- এক্ষেত্রে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বন্দ্বে লিপ্ত মানুষদেরকে আপোশ মিমাংসায় আসতে সাহায্য করবেন।
- তারা উভয়ের যুক্তি-তর্ক শুনবেন এবং দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে মিমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করবেন।
- তারা সমস্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে সমাধানের সঠিক ও ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

দ্বন্দ্ব নিরসনে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা-২

- স্থানীয় জনগণ দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে না পারলে জনপ্রতিনিধির সহায়তায় দ্বন্দ্ব মিমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য সমাজের সকল নারী-পুরুষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সকলে অন্যের অধিকার তথা মর্যাদার প্রতি দায়িত্বশীল হবেন।
- দ্বন্দ্ব যাতে সংঘাতে রূপ না নেয়, সে ব্যাপারে সকলে সচেতন হবেন।